গাংনীতে জোড়া খুনের আসামিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরেরর গাংনী উপজেলার লক্ষ্মীনারয়নপুর ধলা গ্রামের একই পরিবারের তিনভাইকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসি ও নিহতের পরিবার।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধনের আয়োজন করেন এলকাবাসী ও নিহতের পরিবার। স্থানীয় ইউপি সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুলের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন নিহত জাহারুল ইসলামের মেয়ে চম্পা আরা খাতুন, এলাকাবাসী কামরুজ্জামান পল্টু, দিপ্তি, এনামুল হক সহ স্থানীয়রা।

বক্তব্যে এলকাবাসী জনায়. ধলা গ্রামের আতিয়ার রহমান ও তার লোকজন একের পর এক একই পরিবারের এনামুল হক লইলো, জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলামকে প্রকাশ্যে পুর্ব পরিকল্পিতভাবে খুন করে। ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই লইলো মিয়াকে খুন করে আতিয়ার ও তার লোকজন। এবিষয়ে একটি হত্যা মামলার প্রধান আসামী আতিয়ার রহমান। উক্ত মামলা তুলে নিতে মামলার বাদী আজমাইন হোসেন টুটুলকে হুমকি দেয় আতিয়ার গং। মামলা তুলে না নেয়ায় পুর্ব পরিকল্পিত ভাবে আতিয়ার গং জামিনে থেকে গত ৮/১১/২০২১ ইং তারিখ সকাল ৯ টার সময় জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলাম দুই ভাইকে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়।

এবিষয়ে গাংনী থানায় দুটি হত্যা মামলা দায়ের হলে ৬৬ জন আসামীর মধ্যে কয়েকজন আসামী গ্রেপ্তার হয়। পরে হাইকোর্ট থেকে ৪ সপ্তাহের জন্য অন্তবর্তীকালিন জামিন নেয় ৫৬ জন। ৪ সপ্তাহের জামিন সময় পার হলে মেহেরপুর নিম্ন আদালতে আত্নসমর্পন করেন তারা। মামলার ৫৬ আসামী বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছে।

নিহত জাহারুলের স্ত্রী শেফালী বলেন, আমার স্বামীকে হত্যার পর তারা আমাদের গ্রাম ছেড়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে । আমরা এখন নিরাপত্তহীনতায় দিন কাটায়। নিহত সাহাদুলের স্ত্রী জামিরন নেছা বলেন, আমার স্বামী ও দুই দেবর কে খুন করে আতিয়ার ও তার লোকজন। যে কোনো সময় আমাদের ওপর আবারও হামলা করতে পারে। আমাদের পরিবারের পর্যায়ক্রমে তিনজনকে একেরপর এক খুন করে তারা গ্রামের বুক উচিয়ে বেড়ায়। এবং তারা আমাদের বংশের কাউকে বাঁচিয়ে রাখবেনা

বলেও হুমকি দেয়। আমরা আমাদের পরিবারের লোকজনকে আতিয়ার বাহিনীর হাতে রক্ষা করতে পারছিনা। তারা দুর্ধর্ষ বলে এলকার কেউ তাদের ভয়ে মুখ খূলতে পারেনা। যারা আমাদের পরিবারের তিনজনকে নৃশংসভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে তাদের ফাঁসির দাবী করেন নিহতের পরিবারসহ এলাকাবাসী।

গাংনীতে মিষ্টি ভেবে শিশুর বিষপান

ফসলে দেওয়ার জন্য দানা বিষ রেখেছিলেন ঘরে। অবুঝ শিশু ভুল করে ২ বছর বয়সী তামজীদ হোসেন সে বিষ খেয়ে ফেলেছে। এখন তামজিদ হোসেন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তামজিদ হোসেন নড়াইল জেলার তারিক হোসেনের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জানুয়ারী) বেলা আড়াইটার দিকে নানা বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাফানিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘরের টেবিলের উপর জমিতে দেওয়ার জন্য রাখা দানা বিষ পান করে ফেলে শিশুটি।

মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে গাংনী হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) এমকে রেজা জানান, শিশুটি বিষ খেয়ে ফেলেছে। তার শরীরে এখনও বিষ আছে। এখানে শিশুদের বিষ উঠানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়ে হয়েছে।

গাংনীতে গাঁজাসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে এক কেজি গাঁজাসহ রিপন (৩০) নামের একজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ৩ টার দিকে উপজেলার মাইলমারী স্কুল পাড়া থেকে এক কেজি গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়। আটককৃত রিপন উপজেলার লক্ষীনারায়ণপুর ধলা গ্রামের হারেজ উদ্দিনের ছেলে।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী, এস আই (নি:) অজয় কুমার কুন্ডু, এস আই সুলতান মাহমুদসহ মাইলমারী স্কুল পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রিপনকে আটক করেন।

এ সময় তার কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন।

মুজিবনগর উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা

মুজিবনগর উপজেলার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার খুঁজে তাদেরকে ভূমি এবং গৃহ প্রদানের মাধ্যমে, ভূমিহীন ও গৃহহীন উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা

চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস।

আরও পড়ুন গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আয়ূ্ব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ এস এম মাহবুব আলম রবি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলার ৪ ইউনিয়নের ওয়ার্ড সদস্য সদস্যাবৃন্দ।

আরও পড়ুন পাসপোর্টের সূচকে পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, আগামী ১৪ জানুয়ারি হতে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের আবেদন গ্রহণ করা হবে। সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী সঠিক তদন্তের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বাছাই পূর্বক তাদেরকে গৃহ ও ভূমি প্রদান করা হবে। গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবার বাছাইয়ের জন্য তিনি জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও উপজেলা বিশিষ্ট জনদের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি আরো বলেন, মুজিবশতবর্ষ কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২০২২ সালের জুন-জুলাইয়ের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন উপজেলা হিসেবে বাস্তবায়ন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা

প্রশাসককে বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

এ সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় কাজ করা অবস্থায় আমি আমার নিজ জেলা মনে করে কাজ করছি। যতটুকু পেরেছি মানুষকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ জেলার মানুষের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ। এ জেলার মানুষের কথা আমিও কখনও ভুলবো না।আপনারা জানেন আমি চেষ্টা করেছি ভালো কিছু উপহার দিতে। কাজ করতে গিয়ে অনেক কাজ শেষ করেছি আবার কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সে কাজগুলো ও শেষ হবে।

আরও পড়ুন দামুড়হুদায় ডিসি নজরুল ইসলাম সরকারকে বিদায় সংবর্ধনা

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি শেখ সামসুল আবেদীন বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ছিলেন বিশেষ গুণের অধিকারি। চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসী সহ আমরা একজন সৎ ও আদর্শবান জেলা প্রশাসককে হারালাম, তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা বুঝার উপায় ছিলোনা, সব সময় তিনি সাধারন মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। তার কর্মজীবন সমৃদ্ধি হোক, যদিও তিনি বাংলাদেশ সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি পেয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি বাংলাদেশের যেখানেই থাকুন না কেন, জেলাবাসী আপনাকে কখনো ভুলবে না। আপনিও সকল সময় চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর কথা মনে রাখবেন সেই কামনায় করি।

আরও পড়ুন সারাজীবন চুয়াডাঙ্গা বাসির কথা মনে থাকবে — বিদায়ী জেলা প্রশাসক

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু,

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাএলীগের সাবেক সভাপতি জেমস্ অলোক চৌধুরী, জেলা আইনজীবী সমিতির এ্যডভোকেট কাইজার চৌধুরী, শামসুন্নাহার, শহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ:: একই কমিটি ১৮ বছর

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও গঠন হয়নি মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি। ইতোমধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ও উপদেষ্টা সদস্যদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও

সর্বশেষ গত নভেম্বরে কাউন্সিল হবার কথা থাকলেও সেটাও সম্ভব হয়নি।

গাংনীর বাদিয়াপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়ে দ্বন্দ

গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া মহব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে মানববন্ধন ও সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন দুটি পক্ষ।

বুধবার (১২ জানুয়ারী) বিকালে পৃথক সময়ে বাদিয়াপাড়া মহব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনের ফুটবল মাঠে বর্তমান ব্যাবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন ও বাদিয়াপাড়া গ্রামের মধ্যে পাকা সড়কের উপর প্রতিপক্ষ সভাপতি প্রত্যাশী পক্ষের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বিকাল তিনটির সময়ে বাদিয়াপাড়া গ্রামের মধ্যে পাকা সড়কের উপর অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন সভাপতি প্রত্যাশী আক্তারুজ্জামান ঝন্টু নামের স্থানীয় এক ব্যাক্তি।মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, শাহ আলম, আসাদুজ্জামান আসাদ, মোস্তাফিজুর রহমান, আজিজুল হক, মোসারেফ হোসেন প্রমুখ।তারা দাবী করেন, তারা দাবী করেন, বিদ্যালয়ের ব্যাবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠণ করতে হবে।মানববন্ধনে তারা বলেন, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়েছে এটা অভিভাবকরা জানেনা। অভিভাবকদের ভোটের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি গঠণ করতে হবে।

অপরদিকে, বিকাল সাড়ে তিনটার সময় বিদ্যালয় মাঠে বর্তমান সভাপতি আব্দুর রশিদসহ ব্যাবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তারা বলেন বর্তমান কমিটি প্রায় এক বছর আগে গঠণ

ভাড়া বাড়ছে না, শনিবার থেকে বাসে অর্ধেক যাত্রী

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মেনে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে শনিবার থেকে বাস চলাচল করবে। এ জন্য ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে না। গতকাল বুধবার বনানীতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) প্রধান কার্যালয়ে পরিবহনের মালিক ও শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বৈঠক শেষ বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান বলেন, যত আসন তত যাত্রী পরিবহন করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের এই দাবি বিবেচনার জন্য সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিআরটিএ। দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় বাস, ট্রেন ও লঞ্চে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে যাত্রী পরিবহনসহ ১১ দফা নির্দেশনা দিয়েছে সরকার।

এর আওতায় সারা দেশে সব ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সমাবেশ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। বিআরটিএ কার্যালয়ে বৈঠকে উপস্থিত সূত্র জানায়, পরিবহনের মালিক ও শ্রমিকনেতারা বলেছেন, সবকিছু খোলা রেখে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে বাস চালালে গণপরিবহনে সংকট তৈরি হবে। যাত্রীরা বাস পাবে না।

এ ছাড়া পরিবহনমালিক–শ্রমিকেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। যত আসন তত যাত্রী পরিবহন করলে সংকট কিছুটা কম হবে। এ পরিস্থিতিতে বিআরটিএর চেয়ারম্যান পরিবহন খাতের নেতাদের আশ্বস্ত করেন যে তাঁদের দাবিটি প্রস্তাব আকারে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তাঁরা সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

বিআরটিএর সূত্র বলছে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে বাস চালানোর যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা মানার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরপরও যত আসন তত যাত্রীর দাবিটি বিবেচনায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থাৎ যত আসন তত যাত্রীর দাবি সরকার আমলে না নিলে শনিবার থেকে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখেই বাস চলবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ বলেন, বাস্তবতা বিবেচনা করে যত আসন তত যাত্রীর প্রস্তাব তাঁরা দিয়েছেন। এতে সরকার সায় দিলে পরিবহনে সংকট হবে না। তিনি জানান, সব চালক ও সহকারীকে টিকার আওতায় আনার বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন।

এ জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবহনশ্রমিকদের টিকাদান কর্মসূচি শুরুর দাবি জানানো হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, বাসে স্যানিটাইজার রাখা, মাস্ক পরা নিশ্চিত করা—এসব বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মা অভিভাবকদের নিয়ে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১২ জানুয়ারী) দুপুরে জোড়পুকরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের চতুর্থতলার হলরুমে আয়োজিত মহিলা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানী।

মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার মো: রিয়াজ আহম্মেদ ও কৃষি বিপনন কর্মকর্তা মো: শরিফুল ইসলাম ও সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন।

মহিলা সমাবেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি ও দূর্যোগকালে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রধানমন্ত্রীর ১০ টি বিশেষ উদ্যোগ ব্রান্ডিং, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অর্জিত সাফল্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, ভিসন ২০৪১, এর লক্ষ

ও অর্জনসমূহ, মানব পাচার, সন্ত্রাস, মাদক, জঙ্গিবাদ, নাশকতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদী প্রতিরোধ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সদ্ব্যব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ, অটিজম এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মহিলা সমাবেশে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের মায়েরা অংশ নেন।

দেশে করোনা সংক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশে করোনা সংক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে এবং সেটি বাড়ছে দ্রুত গতিতে। গত কয়েকদিন আগেও সংক্রমণের হার ছিল দুই শতাংশের কাছাকাছি। এখন তা বেড়ে প্রায় ১২ শতাংশ হয়েছে। এই হারে বাড়তে থাকলে আমরা ধারণা করছি আগামী কয়েকদিনে হাসপাতালে রোগী বাড়বে। এভাবে বাড়তে থাকলে দেশ বেকায়দায় পড়ে যাবে।

আজ বুধবার রাজধানীর মহাখালীর বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জন (বিসিপিএস) ভবনে অ্যাম্বুলেন্স ও ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালেও রোগী সংখ্যা বাড়ছে। রোগীদের হাসপাতালে আসা শুরু হয়ে গেছে। আর এভাবে হাসপাতালে তিন-চার গুণ রোগী হলে বেকায়দায় পড়তে হবে। হাসপাতাল ব্যবস্থা, চিকিৎসক-নার্সদের ওপর চাপ পড়বে, মৃত্যু হারও বাড়বে। যদিও টিকা নেওয়ার কারণে মৃত্যু হার কিছুটা কম। কিন্তু রোগী যদি লাখ লাখ হয় তাহলে তারা কোথায় থাকবে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা ধরে নিই, পাঁচ শতাংশের হাসপাতালে আসতে হয়। এরই মধ্যে হাসপাতালে রোগী আসা শুরু হয়ে গেছে। আমরা দেখব আগামী পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেই অনেক রোগী হয়ে যাবে হাসপাতালে। তখন আবার একটা কষ্টকর অবস্থা তৈরি হবে। হাসপাতালে প্রেসার পড়বে, চিকিৎসক-

নার্সদের ওপর প্রেসার পড়বে। সিট পেতে সমস্যা হবে, মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে।

জাহিদ মালেক বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার ২০ হাজার শয্যা তৈরি রেখেছিল। আরো ২০ হাজার শয্যা প্রস্তুত করা হচ্ছে। যদি ৪০ হাজার রোগী হয়, তাহলে রাখা যাবে। কিন্তু যদি এক লাখ হয়, তাহলে কোথায় থাকবে? এখন মৃত্যুর হার কম আছে, কারণ হলো টিকা নেওয়া আছে। কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা যদি তিনগুণ-চারগুণ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু বেকায়দায় পড়তে হবে।

আগামীকাল থেকে কোনো প্রোগ্রাম হবে না, এটাই সরকারের নির্দেশনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ জনগণের সেবা দিতে পারে, চিকিৎসা দিতে পারে, সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারে। রাস্তাঘাটে যে প্রোগ্রাম হয় সেটা তো স্বাস্থ্যবিভাগ আটকাতে পারবে না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরামর্শ দিতে পারবে। সেটার বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয় রয়েছে।

দেশে ওমিক্রনের কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হয়েছে মন্তব্য করে জাহিদ মালেক বলেন, দেশে এখন ১৫ থেকে ২০ শতাংশ করোনা রোগীই ওমিক্রনে আক্রান্ত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।